উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
সভার স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ।
সভার তারিখ ও সময় ঃ ০৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ হাজিরা রেজিষ্টার দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি উপজেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় আলোচ্যসূচি ও কার্যপত্র অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার , নভেম্বর ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকলে তিনি সভাকে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য অনুরোধ করেন।	গজারিয়া উপজেলা পরিষদের নভেম্বর, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
২	আলোচ্যসূচি-২ ঃ বিগত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা। (ক) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, আগামী ১ লা জানুয়ারী ২০২২ সালে বই উৎসব পালন করা হবে। ২০২২ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল বই পাওয়া গিয়েছে এবং বইগুলো রসুলপুর মডেল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আব্দুল্লাহপুর সঃ প্রাঃ বিঃ, জামালদি সঃ প্রাঃ বিঃ, আড়ালিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ, গজারিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ এবং গোসাইরচর সঃ প্রাঃ বিঃ স্কুলগুলোতে ভোট কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলো নতুনভাবে ভবন নির্মিত হওয়ায় কোন বিদ্যালয়েই বিদুৎতের লাইন দেওয়া হয়নি বলে সভাকে জানান। তাছাড়া বড় ভাটেরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ, গোসাইরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় ভোট কেন্দ্রের জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলেও সভাকে অবগত করেন। তিনি আরো বলেন যে, ৫০ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পথে ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল জোন থাকায় বিদ্যালয়টিতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।		উপজেলা প্রকৌশলী
	(খ) উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, গজারিয়া উপজেলাধীন ০১ টি রাস্তা অতি বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাই উক্ত কলসেরকান্দি রাস্তার উপর ০১ টি ১.৫০ মিঃ x ১.৫০ মিঃ বক্স কালভার্ট নির্মাণ জরুরী প্রয়োজন। যাহার প্রাক্কলিত মূল্য ৭,৫০,০০০/- টাকা। উপজেলা প্রকৌশলী আরো বলেন যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ও এডিপি		

	প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।		
	(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, ঘুনিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে ০৫/১২/২০২১ খ্রি. থেকে ০৭/১২/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে আক্রান্ত ফসলী জমির প্রতিবেদন নিম্নরূপ ঃ আলু ১১৬০ হেক্টর আবাদকৃত জমির মধ্যে আক্রান্ত জমি ৮৭০ হেক্টর, সরিষা ৪১০ হেক্টর জমির মধ্যে আক্রান্ত ২১৩ হেক্টর, সবজি ৫০২ হেক্টর জমির মধ্যে আক্রান্ত ১৩০ হেক্টর, বোরো বীজতলা ১৬০ হেক্টর জমির মধ্যে আক্রান্ত ৭০ হেক্টর, পেয়াজ ২৮ হেক্টরের মধ্যে আক্রান্ত ১২ হেক্টর। জরুরী ভিত্তিতে আক্রান্ত ফসলী জমির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য কৃষক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণের সার্বক্ষনিক পাশে থেকে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণের পাশে থেকে কিভাবে সহযোগিতা প্রদান করা যায় এ ব্যাপারে করনীয় সমন্ধে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে নতুন জাত এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারনের কাজ চলমান আছে। সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ইমামপুর ইউনিয়নের ৫০০ মিটার বারিড পাইপ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।		
	(ঘ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, প্রতি ইউনিয়নের জন্য ৪৭০ টি করে ৩৭৬০ টি কম্বলের বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং কম্বল ক্রয় করার জন্য ৫,৫৪,০০০/- টাকা কম্বল ক্রয় করার জন্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আশ্রয়ন প্রকল্পের গাইড ওয়াল নির্মানের জন্য একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বরাদ্দ না দেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে বলে সভাকে জানান। তবে স্থানীয় ভাবে তা ব্যবস্থা করার জন্য বলা সভায় অনুরোধ করেন। সাধারন বরাদ্দ থেকে তালিকা সংগ্রহ করে জেলায় অনুমোদনের জন্য পাঠালে তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অনুমোদন হয়ে এসেছে। কিন্তু অত্র উপজেলার ০৮ টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৭ টি ইউনিয়নে ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ থাকবে। বাকী ০১ টি ইউনিয়নে নির্বাচন না থাকায় সেই ইউনিয়নের কাজ চলমান থাকবে বলে সভাকে জানান।	কোটেশনের মাধ্যমে কম্বল ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ০১ টি ইউনিয়নের কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
	(ঙ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, গত ০৬/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা থেকে গজারিয়া উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করেন এবং দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ৩৫ জন মহিলার মাঝে		

	৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্রঋন হিসেবে বিতরণ করেন। সদর কার্যালয় থেকে সহকারী-পরিচালক (ক্ষুদ্রঋন শাখা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা গত ১৮/১১/২০২১ খ্রি. গজারিয়া ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর ২০২১ হতে ১০ ডিসেম্বর ২০২১) পর্যন্ত উদযাপন-উপলক্ষ্যে গত ৩০ নভেম্বর মানববন্ধন ও ০৬ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আরো বলেন যে, গজারিয়া উপজেলার অসহায়, দুঃস্থ মহিলাদের জন্য এডিবি খাত ফ্যাশন ডিজাইন, ফুড প্রসেসিং ০২ টি ট্রেডের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে যার প্রকল্প ব্যয় ০১ টি ট্রেডে ১,৫০,০০০ টাকা করে ০২ টি ট্রেডের জন্য মোট ৩,০০,০০০/- টাকা।		
	(চ) উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার সভায় বলেন যে, আগামী ১২ ই ডিসেম্বর ডিজিটাল দিবস পালন করা হবে। এ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। উক্ত দিবস উপলক্ষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে, গত সভায় তিনি এলইডি বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। যা দ্রুত চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য আবারও অনুরোধ করেন।	—	
	(ছ) জনাব রূপা আক্তার, ইউডিএফ, সভায় জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অত্র উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত ৪০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং পত্রের আলোকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ০৩ টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়। বিধি মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করে (১১,২৫,২০৪ + ১২,২৮,৭৭৬ + ৬,৭৪,১৯৯) = ৩০,২৮,১৭৯/- টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের জন্য ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত ৪০,০০,০০০/- টাকা হতে নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায় অব্যয়িত থাকে বাকী ৯,৭১,৮২১/- টাকা। অবশিষ্ট অব্যয়িত টাকা দিয়ে নতুন করে ৯,৭১,৮২১/- টাকার অবকাঠামো উপ-প্রকল্পের জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন পেলে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বরাবর প্রস্তাবনা প্রেরণের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে বলে সভায় প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, উক্ত ০৩ টি প্যাকেজের মধ্যে থেকে ভবেরচর বাজারে বাস স্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনী নির্মাণ প্যাকেজটির কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক ১২,২৮,৭৭৬/- টাকায় নতুন	উপজেলা ইউডিএফ এর প্রস্তাব মোতাবেক অব্যয়িত ৯,৭১,৮২১/- টাকা নতুন করে অবকাঠামো উপ-প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেওয়া হয়। কার্যাদেশ বাতিল হওয়া প্যাকেজের ১২,২৮,৭৭৬/- টাকা দিয়ে বালুয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ড হইতে আড়ালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তায় সোলার লাইট স্থাপনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেওয়া হয়।	উপজেলা প্রকৌশী/উপজেলা ইউডিএফ

	প্রকল্প হিসেবে বালুয়াকান্দি বাসস্ট্যান্ড হতে আড়ালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তায় সোলার লাইট স্থাপন অবকাঠামো উপ-প্রকল্পের জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন পেলে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বরাবর প্রস্তাবনা প্রেরনের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।		
	(জ) উপজেলা বন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল বনজ চারা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল তা বিতরণ করা হয়েছে বলে সভাকে জানান।	কাকে কতটি গাছ দেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য উপজেলা বন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা বন কর্মকর্তা
	(ঝ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, যুব উন্নয়ন বেকার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাজ করে থাকে। যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছর তাদের কে বিভিন্ন ভাবে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়ে থাকে। পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে যারা যুব ঋণ নিতে ইচ্ছুক তাদের কে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে বলে সভাকে জানান। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম সুন্দর ভাবে চলছে।		
	(ঞ) উপজেলা সাব-রেজিষ্টার কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, গজারিয়া সাব রেজিষ্টার অফিসে রক্ষিত যে সকল ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৯ সনের দাবী বিহীন দলিলসমূহ এবং ২০১০ সনের ১৭৫৬ নং ক্রমিকের দলিল পর্যন্ত যাবতীয় নাদাবীকৃত দলিল সমূহ তার অফিসে রয়েছে তা ২২/১২/২০২১ তারিখের পূর্বে তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অন্যথায় দলিলসমূহ গুলো ২২/১২/২০২২ তারিখে ধ্বংস করে ফেলা হবে সভাকে জানান। এছাড়াও তিনি আরো বলেন যে, তার দপ্তরে আগত সেবা গ্রহীতাদের জন্য একটি পাবলিক টয়লেট ও সিটিজেনদের বসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তার দপ্তরের পিছনে ঝরাজীর্ন একটি টয়লেট রয়েছে যা ব্যবহারের অনুপযোগী বলেও সভাকে জানান।	সময় বাড়ানো, টয়লেট সংস্কার ও সিটিজেনদের বসার ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প অনুমোদন ও পরবর্তী সভায় প্রাক্কলিত ব্যয় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
	(ট) মাহতাব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক,উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী সভায় জানান যে, শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষকদের প্রায় ০১ বছরের বেতন বাকী। ফান্ড তৈরী অত্যান্ত জরুরী। গত বছর শিল্পীদের ডাটাবেজ তৈরী করা হয় এবং ৭১ জন শিল্পীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করার কথা ছিল কিন্তু সেটাও হয়নি। এ বৎসর যাতে দরিদ্র বাউল শিল্পীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করেন। শিল্পকলা একাডেমীর অন্যান্য কার্যক্রম ভালো চলছে।	প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

	(ঠ) সচিব, হোসেন্দী ইউনিয়ন পরিষদ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাকে জানান যে যুব উন্নয়ন অফিস থেকে যেসকল ট্রেনিং প্রোগ্রাম যখন হয় তখন তার একটি পত্র যদি ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া হয় তবে বিষয়টি আরো বেশি প্রচার হবে এবং অধিক মানুষ সেই ট্রেনিং এর বিষয়ে জানতে পারবে। কেননা গ্রামের অধিকাংশ, মানুষ উপজেলায় আসেনা তবে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিদিন শত শত মানুষ বিভিন্ন কাজে আসে। তাছাড়া এ বিষয়টি অন-লাইন প্লাটফরমেও যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন ফেইসবুক ও ওয়েব পোর্টাল। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে সাব রেজিষ্ট্রারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত (ক্রমিক নং ৩১০০ হতে শুরু) যে সকল মূল দলিলগুলো অফিসে রয়েছে সম্ভব হলে তার তালিকাসহ একটি চিঠি প্রতিটি ইউনিয়নে পাঠালে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকায় মাইকিং করে বিষয়টি প্রচার করতে পারে এবং এটিও অন-লাইনে প্রচার করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে,জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে তিনি বলেন যে, বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিয়ে সাধারণ মানুষের একটি ভুল ধারনা রয়েছে। আর এই ভুল ধারনার ফলে সবসময়ই বলে থাকেন যে একটি জন্ম বা মৃত্যু সনদ তৈরি করতে ৫০ টকা লাগার কথা কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ তার কাছ থেকে রেখেছে ৫০০-৭০০ টাকা এবং সময় লেগেছে ২০ থেকে ৩০ দিন। এর পেছনে কারন হলো যাদের জন্ম ২০০১ সালের পর তাদের নিবন্ধন করতে পিতা ও মাতার অন-লাইন জন্ম সনদ প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যে অনেকের পিতার সনদ আছে মাতার সনদ নেই, আবার অনেকের মাতার সনদ আছে পিতারটা নেই, অনেকের আবার পিতা- মাতার কারোটাই নেই। তখন আগে পিতা-মাতার জন্ম সনদ তৈরী করতে হয়। অর্থাৎ একটি জন্ম নিবন্ধন করতে এসে তাকে তিনটি সনদ তৈরী করা লাগতেছে। সে ক্ষেত্রে ফি এর পরিমান তিনগুন হচ্ছে। এর সাথে উদ্যোক্তার আবেদন ফি, স্ক্যানিং, ফটোকপি ও ছবি তৈরীর চার্জ এবং ইউপির হোল্ডিং কর পরিশোধ করতে হয়। এ সকল চার্জ মিলে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা কিংবা ১,০০০ টাকা ও খরচ হয়। এছাড়া মৃত্যু নিবন্ধন করতে হলেও প্রথমে জন্ম নিবন্ধন করতে হয়। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে, যে কিন্ডার গার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মাঝে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। কোন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে কোন অভিবাবক যখন কিন্ডার গার্টেন কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যান তখন যদি বাচ্চার বয়স কম বা বেশি থাকে তারা সেটি অভিবাবককে না জানিয়ে এবং জন্ম সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখের তোয়াক্কা না করে তাদের ইচ্ছেমত একটি তারিখ দিয়ে ভর্তি করে দেন। অভিবাবকগন তখন সেটা বুঝতে পারেন না। তারা	যুব উন্নয়ন অফিস কর্তৃক যুবকদের নিয়ে যে প্রশিক্ষন কর্মশালা গুলা আয়োজন করা হয় সে বিষয়ে- সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়ন পরিষদকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যে সকল ব্যক্তিদের নামে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত (ক্রমিক নং ৩১০০ হতে শুরু) যে সকল মূল দলিলগুলো অফিসে রয়েছে তা যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে অফিস থেকে সংগ্রহ করে সে জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ কে তার আওতাধীন মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাধারণ জনগনকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ছাত্র/ছাত্রীদে ভর্তির বিষয়ে কিন্ডার গার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন এর বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসার কে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রার অফিসার/উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার/সচিব, সংশ্লিষ্ট ইউপি (সকল)

	বুঝতে পারে তখন; যখন ৫ম শ্রেনীতে তাদের রেজিষ্ট্রেশন করেন। শিক্ষকরা তখন অভিবাবকদে বলেন ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে আপনার বাচ্চার জন্ম তারিখ সংশোধন করে নিয়ে আসেন। নতুবা আপনার বাচ্চা পরীক্ষা দিতে পারবে না। ইউনিয়ন পরিষদে গেলেই তারা সংশোধন করে দিবে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বয়স সংশোধন করার কোন সুযোগ নেই। তখন অভিবাবকগন বিপাকে পড়ে যান। তাই অতীতে যা হয়েছে তা সেখানেই সীমাবদ্ধ রেখে আগামী দিন থেকে যেন এই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করেন।		
	(ড়) মোহাম্মদ আরেফিন, সভাপতি, গজারিয়া প্রেসক্লাব সভায় জানান যে, সাব রেজিষ্ট্রার অফিসে রক্ষিত পূর্বের দলিলের বিষয়ে তাদের কে জানালে তারা পত্রিকায় নিউজের মাধ্যমে জনগন কে অবগত করতে পারবে বলে সভাকে জানান। তাছাড়া তিনি প্রেসক্লাবের জায়গার ব্যাপারে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য উপজেলা পরিষদ ও সহকারী কমিশনার ভূমি কে অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সহকারী কমিশনার ভূমি
	(ঢ) জনাব খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, নারী উন্নয়ন এর জন্য একটি ট্রেনিং করলে ভালো হয়। তাছাড়া সামনে যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সেহেতু নির্বাচন যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে জন্য অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
	(ণ) জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, যুব সমাজ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে জীম ও খেলাধুলার সরঞ্জাম দেওয়া জন্য। যা তাহার নির্বাচনী ওয়াদা ছিল। এছাড়া করিমখা গ্রাম হতে করিমখা কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তাটি করা প্রয়োজন বলেও সভায় প্রস্তাব করেন।	ভাইস চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(ত) জনাব আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, নারী উন্নয়ন ফোরামের ব্যাপারে প্রকল্প দিলে তা বাস্তবায়ন করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী কে বলা হয়। জন্ম নিবন্ধন এর ব্যাপারে একটি সেমিনার করা যেতে পারে। জাইকার কাজ গুলো ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী কে অনুরোধ করেন। অন্যথায় বরাদ্দ চলে যাবে বলেও সভাকে জানান। স্থায়ী কমিটি সভার জন্য ভাইস চেয়ারম্যানদের কে তারিখ নির্ধারন করে সভা আহবান করার জন্য অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিটি গ্রুপের অপতৎপরতা ও দখলদারীত্বের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত গ্রহণের লক্ষ্যে একটি কর্মশালা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার

০৩	আলোচ্যসূচী- ০৩ ঃ গজারিয়া উপজেলায় উন্মোক্ত স্থানে কয়লা ব্যবসার ফলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয় নিয়ে আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ এ বিষয়ে বলেন যে, গজারিয়া উপজেলা অনেক স্থানে খোলা মেলায় অবৈধ ভাবে জায়গা দখল করে কয়লা বিক্রি করছে। ফলে মানুষের জনদূর্ভোগ বাড়ছে। বিশেষ করে গুয়াগাছিয়া চরচাষীর দিকে এ সমস্যাটি বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে আইনানুগভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	পরিবেশ রক্ষায় অবিলম্বে খোলা জায়গায় কয়লা বিক্রি বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
০৪	আলোচ্যসূচী-০৪ ঃ প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় বলেন যে, প্রতিটি বিভাগ আগামী ০১ বছরের জন্য কি কি কাজ করবে বলে চুক্তি করছেন কিংবা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করছেন সে সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ কে অবগত করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া প্রতি মাসে তার দপ্তরের কার্য পরিধি সম্পর্কে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া পরিষদের আওতাধীন যে কোন দপ্তরের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে উপজেলা পরিষদ কে অবগত করার জন্য বলা হয়। পাশাপাশি প্রতিটা বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের ওয়েবসাইট গুলো আপডেট করা আছে কিনা দেখবেন। না থাকলে আপডেট করে রাখার জন্য অনুরোধ করেন।	বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের অবাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রস্তাব মোতাবেক সরকারী নির্দেশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট বিভাগ (সকল)/উপজেলা প্রকৌশলী
০৫	বিবিধ ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় বলেন যে, উপজেলা পরিষদ হলরুমে সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় এবং উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবনের সামনের কিছু অংশ রং করণ, উপজেলা পরিষদ হলরুমে ব্যানার বোর্ড স্থাপন, সিটিজেন চার্টারের জন্য বোর্ড স্থাপন, উপজেলা পরিষদের আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ ১,০০,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে। যা সভায় অনুমোদন পেলে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যেতে পারে বলে সভায় প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, মেঘনা ব্রীজের হোসেন্দী অংশ থেকে শুরু করে গুয়াগাছিয়া- বাউশিয়া গোমতী ব্রীজ পর্যন্ত বৃত্তাকার দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে/ সাইক্লিং রোড নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রস্তাব মোতাবেক উপজেলা প্রকৌশলী কে উপজেলা পরিষদের হলরুমের সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় এবং উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবনের সামনের কিছু অংশ রং করণ, উপজেলা পরিষদ হলরুমে ব্যানার বোর্ড স্থাপন, সিটিজেন চার্টারের জন্য বোর্ড স্থাপন, উপজেলা পরিষদের আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বক্তব্যের আলোকে মেঘনা ব্রীজের হোসেন্দী অংশ হতে গুয়াগাছিয়া-বাউশিয়া গোমতী ব্রীজ পর্যন্ত বৃত্তাকার দৃষ্টিনন্দর	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী

		ওয়াকওয়ে/সাইক্লিং রোড নির্মাণে পরামর্শক নিয়োগের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন এবং এ ব্যাপারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(আমিরুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

স্মারক নং- উঃজেঃপঃচেঃগজাঃ/২১- ৪৫

তারিখ ঃ ০৭/১২/২০২১ খ্রি.।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, মুন্সীগঞ্জ-০৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৬। উপজেলা ....(সকল) কর্মকর্তা, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৭। চেয়ারম্যান, ...(সকল) ইউপি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৮। অফিস কপি।

(জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।